আল্লাহ ওয়ালাদের নামায

31-May 2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে সুসজ্জিত করে নাও, فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

(জামেউস সগীর, হরফুয যাআ, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর নামায ফরয করেছেন এবং নামায আদায়ে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান বরকত ও নেয়ামতের ওয়াদাও করেছেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা যখন নামায আদায় করতেন তখন দুনিয়াবী চিন্তা এবং নিজের আশপাশ সম্পর্কে একেবারে বেখবর হয়ে জাহেরী ও বাতেনী আদব সহকারে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হতেন। আসুন! **আল্লাহ তায়ালার** ঐ সকল নেককার বান্দাদের নামাযের অবস্থা সম্পর্কে শ্রবন করি।

কোরআন ও নামাযের আশিক

হযরত সায়িদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **হুযুর পাক** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মুজাহিদা (সাধনা) ও ইবাদতের আলোচনা করতে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'জন আশিকের ঘটনা ব্যক্ত করে বলেন: একবার আমরা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোন এক গাযওয়ায় গেলাম, ফিরে আসার সময় আমরা পাহাড়ী এলাকা দিয়ে আসছিলাম এবং **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানেই অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরামের জন্য সেখানেই অবস্থান নিলেন, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আজ রাতে তোমাদের মধ্যে

হতে কে পাহারা দেবে?” একজন মুহাজির ও একজন আনসার সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দাঁড়িয়ে গেলো এবং আরয করলো: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সেই সৌভাগ্য আমরা অর্জন করতে চাই, আমাদেরকে কবুল করে নিন।” অতএব সেই দুইজন অনুমতি পেয়ে পাহারা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, উভয়ে পরামর্শ করলেন এবং আনসার সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমরা এরূপ করবো যে, অর্ধেক রাত পর্যন্ত একজন পাহারা দেব, অন্য জন ঘুমিয়ে যাব, অতঃপর অবশিষ্ট রাত অপর জন পাহারা দেব, অন্য জন ঘুমিয়ে যাব। সুতরাং আপনি বিশ্রাম করুন, আমি জাগছি অতঃপর আপনি পাহারা দিবেন, অতএব মুহাজির সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বিশ্রাম নিতে লাগলেন এবং আনসার সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পাহারা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নামায পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। শত্রুপক্ষের এক লোক এলো এবং সে পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে দেখলো কেউ একজন নামায পড়ছেন, সে ধনুকে তীর বসিয়ে সেই সাহাবীকে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল, তীরটি তাঁর শরীরে এসে বিদ্ধ হলো, অথচ তিনি কোনরূপ নড়াচড়া করলেন না এবং নামাযেই লিপ্ত রইলেন, সেই হতভাগা পুনরায় তীর ছুঁড়ল, সেটিও তাঁর শরীর ছেদ করল, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবারেও নামায ভঙ্গ করলেন না অতঃপর সে তৃতীয় বার তীর মারলো, সেটিও সোজা এলো এবং তাঁর শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করে মোবারক শরীর ভেদ করল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রুকূ-সিজদা সম্পন্ন করলেন এবং নামায পূর্ণ করার পর তাঁর সঙ্গীকে জাগালেন। কাফিরটি যখন দেখল যে, এখানে তিনি একা নন বরং তাঁর সঙ্গীও নিকটেই আছেন, তখন সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলো। মুহাজির সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর সাথীর এই অবস্থা দেখে দ্রুত তাঁর শরীর থেকে তীরগুলো বের করে নিয়ে বললেন: শত্রু যখন আপনাকে হামলা করল, তখন আপনি আমাকে জাগিয়ে দিলেন না কেন? উত্তরে কোরআন ও নামাযের আশিক সেই আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি নামাযে একটি সূরা আরম্ভ করেছিলাম, আমার মন সায় দেয়নি যে, সূরাটি অর্ধেক রেখে নামায ভঙ্গ করে দিই, **আল্লাহ তায়ালা**র কসম! আমাকে যদি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাহারার যিম্মদারী না দিতেন, তবে আমি নিজের জীবনটাই বিসর্জন দিয়ে দিতাম, কিন্তু সূরাটি অবশ্যই শেষ করতাম, যেহেতু আমাকে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

পাহারা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই আমার উপর দায়িত্ব হয়ে যায় সেই নির্দেশ সুন্দরভাবে পূর্ণ করার। আমি যখন দেখলাম যে, আমি খুবই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি তখন সেই দায়িত্ব বোধের কারণেই আমি নামায সংক্ষিপ্ত করে নিলাম এবং আপনাকে জাগিয়ে দিলাম, যাতে শত্রুরা আর হামলা করতে না পারে। (উয়ুনুল হিকায়ত, ১ম খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! উৎসর্গিত হয়ে যান! সেই পবিত্র ব্যক্তিদের নামায ও কোরআনের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ও আগ্রহ ছিলো যে, প্রাণের তোয়াক্কা না করেই নামাযেই লিপ্ত ছিলেন এবং অপরদিকে আমরা যে, প্রথমতঃ তো নামাযই পড়ি না এবং যদি পড়েও নিই তবে পরিবার পরিজন বা ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তা এমনভাবে ভর করে থাকে যে, খুবই দ্রুততার সাথে নামায আদায় করে, যেনো মাথার বোঝা নামানোর চেষ্টা করছে। মনে রাখবেন! দ্রুতগতিতে নামায পড়ার কারণে সাধারনত নামাযীর এমন ভূলও হয়ে যায়, যার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে নামায পড়ার সময় রুকু এবং সিজদা সম্পূর্ণভাবে আদায় করতো না। তাকে বললেন: তুমি যেই নামায পড়েছো, যদি এই নামাযের অবস্থায় ইন্তিকাল করো তবে **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতের উপর তোমার মৃত্যু হবে না। (বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস নং-৭৯১) অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কখন থেকে এভাবেই নামায পড়ছো? সে বললো: চল্লিশ বছর পর্যন্ত। বললেন: তুমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত নামাযই পড়োনি এবং এই অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায় তবে তুমি **দ্বীনে মুহাম্মদী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপর মরবে না। (নাসায়ী, কিতাবুস সাহু, বাবু তাতফিফুস সালাত, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩০৯) اَلْاَمَانُ وَ الْحَفِيْظ **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের ঈমানের হিফাযত করুক।

খোদায়া বুরে খা'তিমা সে বাঁচা লে,　　গুনাহগার হে জাঁ বালাব ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রশান্ত ও একাগ্রচিত্তে নামায পড়ার শিক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসেন, এক ব্যক্তি আসলো এবং সে নামায পড়লো অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: যাও, নামায পড়ো, কেননা তুমি নামায (সঠিকভাবে) পড়নি, সুতরাং সে গেলো এবং সেভাবেই নামায পড়লো, অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: যাও, গিয়ে নামায পড়ো, তুমি নামায পড়নি। এমনিভাবে তিনবার হলো, তখন সেই ব্যক্তি আরয করলো: ঐ পবিত্র সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি এমনিভাবেই নামায পড়তে জানি, আপনিই আমাকে শিখিয়ে দিন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলো অতঃপর এতটুকু কোরআন পাঠ করো যতটুকু সহজেই পড়তে পারো, অতঃপর প্রশান্তভাবে রুকু করো, অতঃপর রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে সোজা হয়ে দাঁড়াও, অতঃপর প্রশান্তভাবে সিজদা করো অতঃপর মাথা উত্তোলন করে প্রশান্তভাবে বসে যাও এবং পুরো নামায এভাবেই পূর্ণ করো। **(বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু ওজুবুল কিরআত..., ১/১৫২, হাদীস নং-৭৫৭)**

নামাযোঁ মে মুঝে হারগিজ না হো সুসতি কভী আক্বা,
পড়োঁ পাঁচো নামাযেঁ বা-জামাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ)**

এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো, ওয়াজিব বর্জন হওয়ার কারণে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। মনে রাখবেন, ভুলে ওয়াজিব বর্জত হয়ে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করাতে নামায পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজিব। তাছাড়া এটাও জানা গেলো, নামাযের **তা'দিলে আরাকান** অর্থাৎ রুকন সমূহ প্রশান্তভাবে আদায় করা ওয়াজিব। কেননা সেই বৃদ্ধ দ্রুততার সহিত আদায় করে এসেছিলো, তাই নামায পুনরায় পড়ানো হয়েছিলো, অর্থাৎ প্রতিবার সে নামায পড়ে আসতো, সালাম আরয করতো এবং ফিরিয়ে দেয়া হতো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাক এবং এর ব্যাখ্যা থেকে জানা গেলো, নামায ধীরে ধীরে খুবই প্রশান্ত ও একাগ্রচিত্তে আদায় করা উচিৎ। হাদীসে পাকে যা ইরশাদ করা হয়েছে যে,**"প্রশান্ত মনে রুকু করো, অতঃপর রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে সোজা হয়ে দাঁড়াও, অতঃপর প্রশান্ত মনে সিজদা করো অতঃপর মাথা উত্তোলন করে প্রশান্ত হয়ে বসে যাও"** এরই নাম হচ্ছে তা'দীলে আরাকান। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াতে** বলেন: **তা'দীলে আরাকান** অর্থাৎ রুকু ও সিজদা, কওমা ও জলসায় (রুকু থেকে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মধ্যখানে বসায়) কমপক্ষে একবার "سُبْحٰنَ اللهِ" বলার সমপরিমান অপেক্ষা করা ওয়াজিব, **তা'দীলে আরাকান** ভূলে গেলে তবে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১/৫১৮ ও ৪র্থ অধ্যায় ১/৮১১) তবে ওযু ও গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতির পাশাপাশি নামাযের ওয়াজিব, মাকরূহ, নামায ভঙ্গকারী বিষয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলার জ্ঞান থাকা উচিৎ, যেনো আমাদের নামায নষ্ট ও বাতিল হয়ে না যায়, কেননা প্রত্যেক বিবেকবান ও সাবালক মুসলমানের উপর যেমনিভাবে নামায আদায় করা ফরয, অনুরূপভাবে অবস্থানুসারে নামাযের মাসআলা শিখাও ফরয।

"নামাযের আহকাম" কিতাবের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানদের কল্যাণ কামনার প্রেরণায় নামাযের মাসআলা সম্পর্কে ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত খুবই সহজ একটি কিতাব **"নামাযের আহকাম"** নামে সংকলন করেছেন। এই কিতাবটি আসলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত **১২**টি রিসালার সমষ্টি, যা নিঃসন্দেহে উম্মতে মুসলিমার জন্য একটি মহান উপহার। এতে ওযু ও গোসলের পদ্ধতি থেকে শুরু করে নামাযের পদ্ধতি, এর ফযীলত, নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরূহ এবং ভঙ্গকারী বিষয়াবলীরও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কাযা নামাযের পদ্ধতি, আযান এবং আযানের উত্তরের বাক্যাবলী ও ফযীলত, সফরের নামায, ঈদের নামায, জানাযার

নামাযের পদ্ধতি এবং এসম্পর্কীত প্রয়োজনীয় মাসআলাও বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই কিতাব প্রতিটি ঘরের জন্য প্রয়োজন, সুতরাং সকল ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাবটি উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে শুধু নিজে তা অধ্যয়ন করবেন না বরং নিজের পরিবারের অন্যান্যদেরও তা অধ্যায়ন করার উৎসাহ প্রদান করুন। ইসলামী বোনদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"ইসলামী বোনদের নামায"** খুবই অসাধারণ একটি কিতাব, এটি ইসলামী বোনদের জন্য পাঠ করা খুবই জরুরী।

আফসোস! বর্তমানে দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনের জন্য তো অনেক কষ্ট করা হয় এবং এর জন্য সময় ও সম্পদের বড় বড় কোরবানীও দেয়া হয় কিন্তু নামায, যা কিনা দ্বীনের স্তম্ভ, এর মাসআলা শিখার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় না। খুব আশংকা রয়েছে যে, ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত এবং তাড়াতাড়ি করার কারণে আমাদের নামায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর আমরা জানিও না। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনগণের নামাযের প্রতি মন লাগানো থাকতো। তাঁরা নামাযের সকল প্রকার আদবের প্রতি খেয়াল রেখে শুধু ফরয নয়, নফলও খুবই প্রশান্তভাবে ও একাগ্রচিত্তে আদায় করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এপ্রসঙ্গে বুযুর্গানে দ্বীনদের তিনটি ঘটনা শ্রবণ করি।

(১) আ'লা হযরতের নামায

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন চিশতী নিজামী ফখরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি কয়েক বছর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোওয়া লেখার খেদমত অর্জিত হয়েছিলো, তিনি বলেন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সারা জীবন আবশ্যিকভাবে জামাআত সহকারে নামায পড়েন এবং যেমনই গরম হোক না কেন, সর্বদা পাগড়ী এবং আচকান (জামার উপর পরিধান করার একটি বিশেষ পোষাক) সহকারে নামায পড়তেন (অর্থাৎ নামাযের জন্যও বিষেশ পোষাক পরিধান করতেন)। বিশেষকরে ফরয নামায শুধু টুপি ও জামা পরিধান করে কখনোই আদায় করেননি। তিনি আরো বলেন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যেরূপ সাবধানতা সহকারে নামায পড়তেন, আজকাল এই বিষয়টি দেখা যায় না। সর্বদা আমার দুই রাকাতের সমান

তাঁর এক রাকাতই হতো এবং অন্যান্য লোকেরা আমার চার রাকাতে কমপক্ষে ছয় নয় বরং আট রাকাতও আদায় করে নিতো। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১৫৩)

হো জা'য়ে মাওলা মসজিদেঁ আ'বাদ সব কি সব,
সব কো নামাযী দেয় বানা ইয়া রাব্বে মুস্তফা! (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

(২) সেই লাকড়িটি কোথায়?

হযরত সায়্যিদুনা আবুল আহওয়াস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা মানসুর বিন মু'তামির رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রতিবেশী তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো: আব্বাজান! হযরত সায়্যিদুনা মানসুর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ঘরের ছাদে একটি গাছের ডাল ছিলো, তা কোথায় গেলো? তিনি বললেন: বৎস! তা (গাছের নয় বরং স্বয়ং) হযরত সায়্যিদুনা মানসুর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِই ছিলেন, যিনি রাতে (দাঁড়িয়ে) নামায আদায় করতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, মানসুর বিন মু'তামির, ৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর-৬২৬৯) তাঁর সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আলা বিন সালিম আবদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা মানসুর বিন মু'তামির رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর ছাদে নামায পড়তেন। যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো তখন একটি শিশু তার মা'কে জিজ্ঞাসা করলো: আম্মাজান! অমুক ছাদে একটি খেজুরের ডাল ছিলো, তা দেখা যাচ্ছেনা কেন? মা বললো: বৎস! তা কোন খেজুরের ডাল ছিলো না বরং হযরত সায়্যিদুনা মানসুর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِই ছিলেন, যিনি (ইবাদত করতেন এবং এখন তিনি) ইন্তিকাল হয়ে গেছেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মানসুর বিন মু'তামির, ৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৬২৬০)

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়ো বা-জামাআত, হো তৌফিক এ্যয়সী আতা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নামায

হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একবার হযরত আ'ছিম বিন ইউসুফ মুহাদ্দীস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন হযরত আছিম বিন ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁকে বললেন: হে হাতিম! আপনি কি নামায উত্তম ভাবে আদায় করেন? তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: জি হ্যাঁ। হযরত আছিম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনিই বলুন যে, আপনি কিভাবে নামায আদায় করেন? তখন হযরত হাতিম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: যখন নামাযের সময় সন্নিকটে

হয়ে যায় তখন আমি পরিপূর্ণভাবে ওযু করি। অতঃপর নামাযের সময় হলে জায়নামাযে পা রাখি, তখন এভাবে দাঁড়াই যে, আমার শরীরের প্রতিটি জোড়া নির্দিষ্ট স্থানে থাকে অতঃপর আমি মনে মনে এরূপ কল্পনা করি যে, খানায়ে কাবা আমার উভয় ভ্রুর মাঝখানে এবং মকামে ইব্রাহিম আমার বুকের সামনে অতঃপর আমি আমার অন্তরে এটা বিশ্বাস রাখি যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমার প্রকাশ্য অবস্থা এবং আমার অন্তরে লুকায়িত সকল অবস্থাবলী জানেন, এভাবে দাঁড়াই যে, যেনো পুল সিরাতে আমার পা এবং জান্নাত আমার ডান পাশে ও জাহান্নাম আমার বাম পাশে আর মালাকুল মউত আমার পেছনে এবং যেনো এই নামায আমার জীবনের শেষ নামায, এরপর তাকবীরে তাহরীমা খুবই একনিষ্টতার সহিত বলি অতঃপর খুবই চিন্তা ভাবনা করে কিরাত পাঠ করি, অতঃপর খুবই নম্রতা সহকারে রুকু এবং কেঁদে কেঁদে বিনয়ের সহিত সিজদা করি। অতঃপর এভাবেই সম্পূর্ণ নামায খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত আদায় করি, একথা শুনে হযরত আছিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: হে হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ! আসলেই কি আপনি সর্বদা এবং প্রতি ওয়াক্তে এভাবে নামায পড়েন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: জি, হ্যাঁ! ত্রিশ বছর ধরে আমি সর্বদা এবং প্রতি ওয়াক্তে এভাবেই নামায আদায় করছি।

(রুহুল বয়ান, ১/৩৩)

আওকাত কে আনদর হি পড়ো সারি নামাযেঁ, আল্লাহ! ইবাদত মে মেরে দিল কো লাগা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখীশশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা কিরুপ বিনয় ও নম্রতা, আগ্রহ ও একাগ্রতার সহিত দীর্ঘ নামায পড়তেন এবং অপরদিকে আমরা! যদি নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়েও যায় তবে খুবই অলসতা এবং অমনোযোগীতার সহিত এদিক সেদিক দেখতে দেখতে নামায আদায় করি, যার কারণে বিনয় ও নম্রতা প্রথম থেকে অর্জিতই হয় না।

কোন অবস্থায় কোথায় দৃষ্টি থাকা উচিৎ?

খলিফায়ে আ'লা হযরত, মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো, (একবার) যোহরের নামাযের পর আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ

রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে ওযীফা পাঠ করছিলেন, তখন এক অপরিচিত লোক সামনে এসে নিয়্যত বাঁধলো। যখন রুকু করলো তখন ঘাঁড় উঠিয়ে সিজদার স্থানে তাকাচ্ছিলো। নামায শেষ হওয়ার পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রুকু অবস্থায় এভাবে ঘাঁড় উঠিয়ে রেখেছেন কেন? সে আরয করলো: সিজদার স্থানের দিকে তাকাচ্ছিলাম, তারপর বললো যে, সর্বাবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি থাকা চাই। অতঃপর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি থাকবে এবং রুকু অবস্থায় পায়ের আঙ্গলের দিকে আর রুকু থেকে দন্ডায়মান হওয়া অবস্থায় বুকের দিকে ও সিজদা অবস্থায় নাকের দিকে এবং কাদা অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত পাঠ করা অবস্থায় নিজের দৃষ্টি কোলের উপর রাখা উচিৎ, তাছাড়া সালাম ফিরানোর সময় কাতেবীনদের (আমল লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতা) কল্পনা করে নিজের কাঁধের উপর দৃষ্টি হওয়া উচিত। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৩০৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাকা উচিৎ। মনে রাখবেন! নামাযে এদিক সেদিক তাকানোতে মনযোগ বিঘ্নিত হয় এবং মন নামাযের পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লিপ্ত হয়ে যায়, সম্ভবত এই কারণেই নামায পড়ার পরও না আমাদের স্বাদ অনুভূত হয় আর না মনের মাঝে এর সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সামান্য মাথা ব্যথা বা সামান্য অসুস্থতা অথবা শুধুমাত্র অলসতার এবং দূর্বলতার কারণে প্রায় নামায কাযা হয়ে যায় বরং অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়, তখন কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত জেনে শুনে নামায ছেড়ে দেয়া হয় এবং যদি কোন ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে নামাযের উৎসাহ প্রদান করে তবে বলে "এবার اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আগামী জুমা থেকে আবারো নামায পড়া শুরু করবো বা রমযান থেকে নিয়মিত নামায পড়বো" এভাবেই যেনো কোন ধরনের লজ্জা ও সংকোচ ছাড়াই খুবই বাহাদুরি করে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) এই কথাটি ঘোষনা করছে যে, নামায বর্জন করার এই কবীরা গুনাহ শুক্রবার পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে করতে থাকবো। নিঃসন্দেহে এসব **খোদাভীতি** এবং ইবাদতের আগ্রহ না থাকারই ভয়াবহতা, অন্যথায় যার অন্তরে **আল্লাহ তায়ালা**র ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ থাকবে সে কোন অবস্থায় নামায ছাড়াবে

না এবং **আল্লাহ তায়ালার** অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা প্রচন্ড অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অনেক বেশি শারীরিক দূর্বলতার পরও নামায থেকে উদাসিন হতেন না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শরয়ী অপারগতা হতো না নিয়মিত জামাআত সহকারে নামায আদায় করতেন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও নামায আদায়

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমাকে হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন মাসরাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেশি বললো যে, তিনি অসুস্থ। আমরা দেখতে গেলাম তখন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁকে বললো: "উঠুন! নামায আদায় করে নিন, আমি জানি যে, আপনি নামাযকে ভালবাসেন"। একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, তালহা বিন মাসরাফ, ৫/২১, নম্বর-৬১৭১)

জামাআত সহকারে নামায পড়ার অতুলনীয় ধারাবাহিকতা

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আরআরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন কাত্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আলোচনা করতেন তখন বলতেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইসলামের নিদর্শন (অর্থাৎ খুবই বয়োবৃদ্ধ) ছিলেন এবং তিনি দেওয়ালের সাহায্য নিয়ে নিয়ে মসজিদের প্রথম সারিতে পৌঁছে যেতেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুলায়মান আল আ'মাশ, ৫/৫৮, নম্বর-৬৩১০)

মে সাথ জামাআত কে পড়ো সারী নামাযেঁ, আল্লাহ! ইবাদত মে মেরে দিল কো লাগা দেয়।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার খুবই অসুস্থ হলেন, অবশেষে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত হলো। সুতরাং ২১ ডিসেম্বর ২০০২ সালে রাজপুতানা হাসপাতালে (হায়দারাবাদে) ভর্তি (Admitte) করা হলো। ডাক্তার সাহেব দুপুর বা সন্ধ্যায় অপারেশনের জন্য সময় নির্ধারন করতে চাইলেন তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন যে, আমি চাই যে আমার

যেনো কোন নামায বেহুশ অবস্থায় কাযা না হয়। সুতরাং ইশার নামাযের পর সময় নির্ধারন হলো। অপারেশনের পূর্বে উভয় হাত টেবিলের পাশে বেঁধে দেয়া হলো এবং পরে যখনই খোলা হলো তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দ্রুতই নামাযের কিয়ামের মতো হাত বেঁধে নিলেন। তখনো অর্ধ বেহুশ অবস্থা ছিলো, ব্যথায় চিৎকার করার পরিবর্তে মুখে যিকির ও দরূদ এবং মুনাজাত শুরু হয়ে গেলো, হঠাৎ তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জিজ্ঞাসা করলেন: ফজরের নামাযের সময় কি হয়ে গেছে? যদি হয়ে যায় তবে আমাকে পবিত্র করে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি ফজরের নামায পড়বো। তাঁকে বলা হলো যে, ফজরের এখনো অনেক দেরি আছে। (আমীরে আহলে সুন্নাত কে অপারেশন কি ঈমান আফরোজ ঝলকিয়াঁ, ১-৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে শুধু নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে বরং সাওয়াব ও প্রতিদানের উল্লেখ করে এর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **আল্লাহ তায়ালার** চারটি বাণী শ্রবণ করি।

নামায সম্পর্কীত আল্লাহ তায়ালার চারটি বাণী:

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

(পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত ১৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ, যাকাত প্রদানকারীগণ এবং **আল্লাহ** ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۲﴾

(পারা ৭, সূরা আল আনআম, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং এ যে, নামায কায়েম রাখো এবং **তাঁকেই** ভয় করো; এবং **তিনিই** হন, **যাঁর** প্রতি তোমাদের উত্থান।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি এবং মর্ধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর দন্ডায়মান হও **আল্লাহর** সম্মুখে আদব সহকারে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শেষোক্ত আয়াতের আলোকে বলেন: এই আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামায এর করণীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'আরাকান' অর্থাৎ কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে সম্পন্ন করো। **মাসআলা:** (এই আয়াতে মাবারাকায়) জামাআতের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে।

জামাআত বর্জন করার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস এবং হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین থেকে বর্ণিত, আমরা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ লোকেরা জামাআত বর্জন করা থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন, অতঃপর তারা উদাসিনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদে ওয়াল জামাআত, ১/৪৩৬, হাদীস নং-৭৯৪)**

অপর এক হাদীসে পাকে এই শাস্তি জুমার নামায বর্জন করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লোকেরা জুমা বর্জন করা থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন, অতঃপর তারা উদাসিনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ, বাবুত তাগলিয ফি তরকিল জুমুআ, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৬৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: মনে রাখবেন, এখানে কথাটির ইঙ্গিত হয়তো ঐ মুনাফিকদের দিকে যারা জুমার নামাযে উপস্থিত হতো না বা ভবিষ্যতে আগত মুসলমানদের দিকে অন্যথায় কোন সাহাবী জুমা বর্জনকারী (বা নামায বর্জনকারী অথবা জামাআত বর্জনকারী) ছিলেন না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৩০)**

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়ো বা'জামাআত
হো তৌফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও নিয়মিত নামাযের মানসিকতা বানাতে চাই এবং এতে স্থায়ীত্ব পেতে চাই তবে আমাদের উচিৎ, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের ব্যস্ততা থেকে কিছু সময় যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের জন্যও বের করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজে অংশগ্রহণের বরকতে আমরা নিয়মিত ফরযসমূহ আদায়ের পাশাপাশি নফল ইবাদতেরও অভ্যস্ত হয়ে যাবো, ফরয ও ওয়াজিব এভং সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি আমলের প্রেরণা নসীব হবে, নেকীর দাওয়াত প্রদানের সুন্নাতের প্রতিও আমলের সুযোগ সৃষ্টি হবে, আশিকানে রাসূলের সহচর্যও অর্জিত হবে, নেক আমলের উপর স্থায়ীত্ব নসীব হবে।

এই ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়ানো বা পড়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের প্রেরণা নসীব হয়।

আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং আন্দোলিত হোন।

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলো, আমিও দাওয়াত গ্রহণ করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিনত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআন ও হাদীসে যেমনিভাবে নামায পড়ার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে নামায কাযা করার বা বর্জন করারও কঠোর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে।

জাহান্নামের ভয়ঙ্কর উপত্যাকার ভয়ঙ্কর কুঁপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় **"গায়্য"** এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি উপত্যাকা। সদরুশ শরীয়া,

বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **"গায়্য"** জাহান্নামের একটি উপত্যাকা, যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশী, এর মধ্যে একটি কুঁপ রয়েছে যার নাম হচ্ছে **"হাব হাব"**, যখন জাহান্নামের আগুন নিবে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন **আল্লাহ তায়ালা** এই কুঁপ খুলে দেন, যার কারণে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্জলিত হয়ে যায় (**আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:) ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যখন কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো। (পারা ১৫, বনী ঈসরাইল: ৯৭) আরো বলেন: এই কুঁপ বেনামাযী, যেনাকারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্যই।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১/৪৩৪)

মনে রাখবেন! এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে শুনে বর্জন করা কবীরা গুনাহ। **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ৯ম খন্ডের **১৫৮** নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: যে ইচ্ছাকৃত ভাবে শুধু এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দিলো, হাজারো বছর জাহান্নামে থাকার অধিকারী হয়ে গেলো, যতক্ষন তাওবা না করে এবং কাযা আদায় করে না দেয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন তো, যেখানে এক ওয়াক্ত নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়াতে হাজারো বছর জাহান্নামে থাকতে হবে, তবে যারা সারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় বরং তারা এই মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত এবং নামায একেবারেই পড়েনা, তবে তারা কিরূপ কঠিন আযাবে লিপ্ত থাকবে। সুতরাং দ্রুত বরং আজই নামায বর্জন করার কবীরা গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিন তাছাড়া নিয়মিতভাবে নামায আদায় করার পাশাপাশি কাযা নামায সমূহও আদায় করার নিয়্যতও করে নিন, মনে রাখবেন, জাহান্নামের আযাব কোন অবস্থাতেই সহ্য করা যাবে না। বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে, তবে সেই আযাবের কষ্ট তার এতই হবে যে, সে মনে করবে, সবচেয়ে বেশি আযাব হয়তো আমাকে দেয়া হচ্ছে। অথচ বিষয়টি এর বিপরীত। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বর্ণনা করেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব যাকে

দেয়া হবে, তাকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, যার কারণে তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। (বুখারী, বাবু সিফতুল জান্নাতে ওয়ান নার, ২/২৬২, হাদীস নং-৬৫৬১)

ফয়যানে নামায কোর্স

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচতে আমাদেরও নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে দেয়া উচিৎ এবং আজ পর্যন্ত যত নামায কাযা হয়েছে তা'ও অতি দ্রুত আদায় করে দেয়া উচিৎ, অন্যথায় জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমরা কখনোই সহ্য করতে পারবো না। খুব দ্রুত নামায বর্জন করার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন এবং নামাযের সকল জাহেরী ও বাতেনী সুন্নাত ও আদব সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নামায শুরু করে দিন, আমাদের মধ্যে একটি অংশ এমনও রয়েছে, যারা নামাযের প্রাথমিক মাসআলাও জানে না, যার কারণে তারা নিজের নামায নষ্ট করে বসে। নিজের নামাযকে ভূল থেকে বাঁচাতে, তা আদায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিখতে এবং নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানার জন্য **"ফয়যানে নামায কোর্স"** এর ভর্তি হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে মানুষের নামায নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে সাত দিনের এই আবাসিক কোর্স করানো হয়, যাতে ইসলামী ভাইদের ওযু ও গোসলের প্রয়োজনীয় মাসআলা শিখানো হয়, নামাযের শর্ত ও ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব এবং মাকরূহ ও ঐ সকল বিষয়ও শিখানো হয় যে, যা দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এছাড়াও মাদানী কায়েদার মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারন সহকারে কোরআনে পাকও শিখানো হয় এবং দৈনন্দিন পাঠকৃত দোয়া সমূহও মুখস্ত করানো হয়। আপনিও আপনার নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় করার জন্য ফয়যানে নামায কোর্সে অবশ্যই ভর্তি হয়ে যান এবং এর অসংখ্য বরকত অর্জন করুন।

মাদানী অনুদানের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী আমাদের উপর অনেক বড় দয়া করেছে যে, কাল পর্যন্ত তো আমরা জানতামই না যে, নামায কিভাবে পড়তে হয়? বরং অনেক কিছুই জানতাম না, **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে এবং বুঝিয়েছে। আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দয়ার অধীনে রয়েছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে দাঁড়ি শরীফ এবং পাগড়ী শরীফ সাজানোর মাদানী

মানসিকতা দিয়েছে, ঈমানের হিফাযতের মানসিকতা দিয়েছে, এবার সেই **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের থেকে দাবি করছে যে, একে আরো অগ্রগামী করতে আর এর জন্য প্রয়োজন কোটি কোটি টাকার। জামেয়াতুল মদীনার মাসিক ব্যয় লাখো টাকা, অসংখ্য মসজিদ আরো বানাতে হবে, **প্রত্যেক দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা মেশিনের ন্যায় কাজে লেগে পড়ুন** এবং আপনার পরিবার থেকে, আত্মীয় স্বজন থেকে, মহল্লাবাসী থেকে, দোকানদার থেকে, প্রতিবেশি থেকে অধিকহারে মাদানী অনুদান সংগ্রহ করার ভরপুর চেষ্টা শুরু করে দিন। অনেক লোক শুধুমাত্র রমযান মাসেই যাকাত প্রদান করে, যাকাতের পাশাপাশি ফিতরাও সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। **ব্যয় প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে**, আমাদেরকে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে জীবিত রাখতে হবে, একে চালাতে হবে, বরং একে শক্তিশালী বানাতে হবে, যেনো তা অধিকহারে **আল্লাহ তায়ালা**র দ্বীনের খেদমত করতে পারে, ফিতরার সংগ্রহের জন্য স্টল বৃদ্ধি করুন, ফিতরা প্রদানকারীদের একটি বড় অংশ রয়েছে, যারা টেবিল চেয়ার ও ব্যাজ ইত্যাদি দেখে ফিতরা দিয়ে দেয়, বাজারে, মসজিদে ফিতরার স্টল বসান, মাদানী অনুদানের স্টল যত বেশি হবে, ফিতরাও তত বেশি সংগ্রহ হবে।

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝ পে জাঁহা মে, এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ অনেক বড় নেয়ামত। আপনিও এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৪টি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমত করে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, যাতে প্রাপ্ত বয়স্ক (বড়) ইসলামী ভাইদেরকে বিভিন্ন স্থানে (যেমন; মসজিদ, অফিস, মার্কেট, দোকান ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন সময়ে **ফি সবিলিল্লাহ** কোরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি নামাযের প্রাথমিক মাসআলাও শিখানো হয়, সুন্নাত ও আদবও শিখানো হয়। দেশে বিদেশে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র সংখ্যা প্রায় ১৩৮৫৩টি (তের হাজার আট শত তিপ্পান্ন) এবং এতে পাঠরতদের সংখ্যা প্রায় ৮৯০৪৩জন (উনানব্বই হাজার

তেতাল্লিশ)। অনুরূপভাবে বড় (প্রাপ্ত বয়স্কা) ইসলামী বোনদের মাঝেও কোরআনে পাকের শিক্ষাকে প্রসার করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায়** পাঠরত ইসলামী বোনদের সংখ্যা প্রায় ৬৩ হাজারের চেয়েও বেশি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ　　নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জানাযার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা"** থেকে জানাযার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করছি: (১) যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ তায়ালা** ঐ সমস্ত লোকদের শান্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করে। (ফিরদাউসুল আখবার, ১/২৮২, হাদীস নং- ১১০৮) (২) মু'মিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসনাদুল বাযযার, ১১/৮৯, হাদীস নং- ৪৭৯৬)

☆ জানাযায় **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের অন্তর খুশী করা ইত্যাদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

ঘোষণা

কোরআনের তিলাওয়াত সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

জানাযার সুন্নাত ও আদব

✯ জানাযার সাথে যাওয়ার সময় নিজের পরিণতির কথা ভাবতে থাকুন যে, আজকে যেমনিভাবে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে একদিন আমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনিভাবে একে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হবে, ঠিক তেমনি আমাকেও দাফন করে দেওয়া হবে। এভাবে চিন্তা ভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। ✯ জানাযার লাশবাহী খাটকে কাঁধে নেয়া সাওয়াবের কাজ, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে জানাযার লাশবাহী খাট নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ মিটিয়ে করে দেয়া হবে।" অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে জানাযার চার পায়া কাঁধে নেয় **আল্লাহ তায়ালা** তাকে চিরস্থায়ী ক্ষমা করে দিবেন।" (জাওয়াহেরা, ১৩৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩/১৫৮,১৫৯। বাহারে শরীয়াত, ১/৮২৩) ✯ সুন্নাত হলো, একের পর এক চারো পায়া কাঁধে নেয়া এবং প্রতিবার দশ কদম চলা। পরিপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে, প্রথমে মাথার ডান পাশের পায়া কাঁধে নিবে অতঃপর ডান পায়ের দিকে, এরপর মাথার বাম পাশে অতঃপর বাম পায়ে এভাবে দশ কদম করে চলবে তবেই চল্লিশ কদম পূর্ণ হবে। (আলমগীরী, ১/১৬২। বাহারে শরীয়াত, ১/৮২২) ✯ জানাযাকে কাঁধা দেয়ার সময় জেনে শুনে কষ্ট দিয়ে মানুষকে ধাক্কা দেয়া, যেমন অনেকে বিশেষ ব্যক্তির জানাযায় এরূপ করে থাকে, এটা নাজায়িয এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ✯ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁধাও দিতে পারবে এবং কবরে নামাতেও পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া এবং সরাসরি শরীর স্পর্শ করা নিষেধ রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮১২,৮১৩) ✯ জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালেমা তৈয়্যেবা বা কালেমা শাহাদত বা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়িয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৩৯-১৫৮)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)